তথ্যবিবরণী                                                                                             নম্বর :  ৪৪১৬

**বিডায় জুলাই-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ২২৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠান নিবন্ধিত হয়েছে**

ঢাকা, ১৮ কার্তিক (৩ নভেম্বর) :

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)-তে জুলাই-সেপ্টেম্বর এই তিন মাসে মোট ২২৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠান নিবন্ধিত হয়েছে। এর মধ্যে ১৯৮টি শিল্প ইউনিটে স্থানীয় ও ৯টিতে শতভাগ বিদেশি এবং ১৬টিতে যৌথ বিনিয়োগ হয়েছে।

নিবন্ধিত এ সকল প্রতিষ্ঠানে প্রস্তাবিত মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ৩১ হাজার ৬শ’ ১০ কোটি ৩৪ লাখ টাকা, যা জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২১ অপেক্ষা ১১ হাজার ১শ’ ৪৬ কোটি ৪২ লাখ টাকা বা ৫৪ দশমিক ৪৬ শতাংশ বেশি। প্রস্তাবিত এই বিনিয়োগের মধ্যে ১৪ হাজার ৫শ’ ৩০ কোটি ৬৭ লাখ টাকা স্থানীয় এবং ১৭ হাজার ৭৯ কোটি ৬৭ লাখ টাকা বিদেশি বিনিয়োগ।

উল্লেখ্য, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২১ অপেক্ষা স্থানীয় বিনিয়োগ ২১ দশমিক ৮২ শতাংশ কম হলেও বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে ৮০৯ দশমিক ৭৫ শতাংশ। কেমিক্যালস শিল্পখাতে সর্বাধিক স্থানীয় বিনিয়োগ এবং সার্ভিস শিল্পখাতে সর্বাধিক বিদেশি বিনিয়োগ হয়েছে। এ সকল বিনিয়োগের ফলে নতুন করে মোট ৭৪ হাজার ৩২ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

সম্প্রতি বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

#

জাহিদ/রাহাত/মোশারফ/রফিকুল/সেলিম/২০২২/২০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                             নম্বর :  ৪৪১৫

**জলবায়ু কর্মকৌশল প্রণয়নে যুব ও তরুণদের প্রধান ভূমিকা রয়েছে**

**-- ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৮ কার্তিক (৩ নভেম্বর) :

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমানে সারা বিশ্বে এক ভয়াবহ বাস্তবতা বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশের জন্য । কিন্তু এই প্রতিকূলতা আমাদের উদ্ভাবনী টেকসই সমাধানগুলো অন্বেষণ করার জন্য এক বিশেষ দ্বার উন্মোচন করেছে। তাই এগিয়ে যাওয়ার সর্বোত্তম উপায় হলো জলবায়ু ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে এই দেশের তরুণদের যথাযথ নেতৃত্ব দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা। সবার জন্য অধিকার ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য গোটা তরুণ সমাজের নেতৃত্বে উপযুক্ত জলবায়ু কর্মকৌশল প্রণয়নে বাংলাদেশি যুব ও তরুণদের প্রধান ভূমিকা রয়েছে।

আজ ঢাকায় আগারগাঁওয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে আয়োজিত ‘ঢাকা ক্লাইমেট টক ২০২২’ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন ।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আমরা বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছি। উদাহরণস্বরূপ খুব সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং এর পাশাপাশি অপ্রত্যাশিত হারে ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা বেড়েই চলছে। এই সমস্যার সমাধান সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এসব দুর্যোগ দেশের দরিদ্রদের বেশিরভাগ প্রভাবিত করছে। এই ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে আমাদের কৃষি খাতে। দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। তবে সম্পদের ক্ষয় ক্ষতি কমাতে আমাদের তরুণ প্রজন্মের কাছে উল্লেখযোগ্য সৃজনশীল সমাধান রয়েছে। বিশেষ করে ভৌগোলিক অবস্থান, ভাষা এবং তার এলাকায় বিদ্যমান জলবায়ু ঝুঁকির প্রকৃতি বিবেচনা করে তরুণরা প্রতিটি সম্প্রদায়ের জন্য একটি উপযুক্ত আবহাওয়ার পূর্বাভাস ব্যবস্থা উদ্ভাবন করতে পারে। এছাড়াও টেকসই প্রকৃতি-ভিত্তিক জলবায়ু সংকটের সমাধানের জন্য ‘সবুজ উদ্যোক্তা’ হিসাবে বাংলাদেশের পরিবেশ ও জনগোষ্ঠীর জীবনমানের ইতিবাচক পরিবর্তনে নেতৃত্ব প্রদান করতে পারে। প্রয়োজনানুসারে এমন সিস্টেম নিয়ে আসা যেতে পারে যা আবহাওয়ার আরো ভালো পূর্বাভাস দিতে পারে। আমি নিশ্চিত যে তরুণরা এই সমস্যাগুলো মোকাবেলায় ডিজিটাল পদ্ধতি এবং নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারবে। এভাবেই আমরা দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন চালিয়ে যেতে পারব বলে আশা করি।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, আরেকটি বড় সমস্যা হলো দরিদ্র জনগোষ্ঠী। দুর্যোগ তাদের জীবনকে আরো ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে। টেকসই এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রকৃতি-বান্ধব ব্যবসা এবং জীবনধারার জন্য উদ্যোগ নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ, যাতে ঝুঁকি মোকাবেলায় জনগণ নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে পারে । অভিযোজনের জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন হলো সঠিক লোকায়িত জ্ঞান ও বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা গ্রহণ ও তার যথাযথ বাস্তবায়নে আমাদের তরুণদের নেতৃত্বের ভূমিকা থাকা। আমাদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় তরুণরাই প্রধান ভূমিকা রাখতে পারে।

#

সেলিম/রাহাত/মোশারফ/রফিকুল/সেলিমুজ্জামান/২০২২/২০২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৪১৪

**সবাই মিলে ডেঙ্গু মোকাবিলা করতে হবে**

**--- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৮ কার্তিক (৩ নভেম্বর) :

ডেঙ্গু পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সরকার ও সিটি কর্পোরেশনগুলো আন্তরিকভাবে কাজ করছে, তবে জনসাধারণের অংশগ্রহণ ও সচেতনতা ছাড়া ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। তাই সবাই মিলে একসাথে ডেঙ্গু মোকাবিলায় কাজ করতে হবে।

আজ রাজধানীর মহাখালীতে ‘ডিএনসিসি ডেডিকেটেড কোভিড হাসপাতাল’ পরিদর্শন শেষে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, ব্যক্তিগত পর্যায়ে আমাদের আরো সচেতন হতে হবে। এসি, ছাদ বাগান, নতুন স্থাপনা বা কোথাও যেন পানি না জমে এ বিষয়ে ব্যক্তি পর্যায়ে আমাদের সর্বোচ্চ ভূমিকা পালন করতে হবে। তিনি জানান, ‘ডিএনসিসি ডেডিকেটেড কোভিড হাসপাতাল’ এখন ডেঙ্গু চিকিৎসার জন্য তৈরি রয়েছে। এ হাসপাতালে ১০৫ জন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি রয়েছে এবং আরো ৪০০ শয্যা ডেঙ্গু চিকিৎসার জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

মন্ত্রী বলেন, এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে সিটি কর্পোরেশনসহ মন্ত্রণালয় নিয়মিত তদারকি করছে। মন্ত্রণালয় থেকে অর্থ-বরাদ্দ, জনবল, অভিযান পরিচালনার জন্য ম্যাজিস্ট্রেটসহ সব ধরনের সহায়তা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, মানুষকে সচেতন করার জন্য যা যা করণীয় তার সব করতে হবে। পাশাপাশি জনসচেতনতার জন্য টিভিসি প্রদর্শন করা হচ্ছে।

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলাম বলেন, ডিএনসিসি কোভিড ডেডিকেটেড হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। এটি সকলের জন্য উন্মুক্ত। এখানে করোনা রোগী এবং ডেঙ্গু রোগীদের আলাদা জোনে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। এই হাসপাতালে পর্যাপ্ত বেডের ব্যবস্থা আছে বলেও তিনি জানান।

এ সময় অন্যান্যের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন ডিএনসিসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ সেলিম রেজা, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ জোবায়দুর রহমান, ডিএনসিসি ডেডিকেটেড কোভিড হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এ কে এম শফিকুর রহমান এবং ডিএনসিসির সচিব মোহাম্মদ মাসুদ আলম সিদ্দিক।

#

রুবেল/রাহাত/মোশারফ/রফিকুল/জয়নুল/২০২২/২০০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৪১৩

**জাতীয় চার নেতা জীবন দিয়েছেন কিন্তু আদর্শ হতে বিচ্যুত হননি**

**--- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৮ কার্তিক (৩ নভেম্বর) :

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেছেন, জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী ও এ এইচ এম কামারুজ্জামান ছিলেন বঙ্গবন্ধুর যোগ্য সহকর্মী। ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হলে অনেকেই বঙ্গবন্ধুর খুনিদের সাথে আঁতাত করে। জাতীয় চার নেতা জীবন দিয়েছেন কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শ হতে বিচ্যুত হননি।

আজ জেলহত্যা দিবস উপলক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় আয়োজিত আলোচনা সভায় ভার্চুয়ালি উপস্থিত থেকে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব খাজা মিয়ার সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান আলোচক ছিলেন বঙ্গবন্ধু চেয়ার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, লেখক ও গবেষক অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, বিশেষ আলোচক ছিলেন এডিটার্স গিল্ড-এর সভাপতি মোজাম্মেল হক বাবু।

মন্ত্রী বলেন, প্রকৃতপক্ষে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা, জাতীয় চার নেতা হত্যা , বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে ২১ বার হত্যার চেষ্টা একই সূত্রে গাঁথা। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে হত্যা করার জন্য এসব হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। বঙ্গবন্ধুর খুনিরা বুঝতে পেরেছিল বঙ্গবন্ধুর রক্তের কিংবা আদর্শের উত্তরাধিকার বেঁচে থাকলে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তি আবার তাদেরকে ঘিরে সংগঠিত হবে। এজন্য বঙ্গবন্ধুর খুনিরাই চার নেতাকে জেলখানার মতো সুরক্ষিত জায়গাতে হত্যা করে।

অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন বলেন, জাতীয় চার নেতা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অবিচল ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধকালে বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে এ চার নেতা যোগ্য নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বলে তাদের ওপর স্বাধীনতা বিরোধীদের ক্ষোভ বেশি ছিল।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব রঞ্জিত কুমার দাস, অতিরিক্ত সচিব কামরুন নাহার, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের মহাপরিচালক মোঃ জহুরুল ইসলাম রোহেলসহ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

#

মারুফ/রাহাত/রফিকুল/জয়নুল/২০২২/১৮৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৪১২

**‘নগদ’ দেশ ও জনগণের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে**

**--- টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৮ কার্তিক (৩ নভেম্বর) :

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) নগদ দেশ ও জাতির কল্যাণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। নগদের সাথে অন্যান্য এমএফএসের সার্ভিস চার্জের বিশাল পার্থক্য থাকায় জনগণকে মোট লেনদেনের হিসাবে বছরে হাজার কোটি টাকারও বেশি অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে হয়। নগদকে ডাক অধিদপ্তরের সেবা হিসেবে স্বীকৃতি একটি অসাধারণ উদ্যোগ। স্বল্প সার্ভিস চার্জে জনগণকে সেবা দিতে নগদের এই অর্জন ডাক অধিদপ্তরের অর্জন বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন। তিনি এ সময় নগদকে এমএফএসে জনগণের অর্থ সাশ্রয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার আহ্বান জানান।

মন্ত্রী গতকাল ঢাকায় ডাকভবনে ২০২১-২২ অর্থবছরে নগদ সেবা থেকে ডাক অধিদপ্তরের আয়ের অর্থ হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ আহ্বান জানান।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ সচিব মোঃ খলিলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ডাক অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ হারুন উর রশীদ, নগদের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তানভির আহমেদ এবং নগদের প্রধান নির্বাহী সাফায়েত আলম বক্তৃতা করেন।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী নগদকে তরুণ উদ্যোক্তাদের উদ্ভাবন সমৃদ্ধ একটি এমএফএস উল্লেখ করে বলেন, নগদের ‘কেওয়াইসি’ উদ্ভাবন ছিলো অসাধারণ একটি প্রযুক্তি এবং অন্যরা নগদের পথ অনুসরণ করে কেওয়াইসিতে প্রবেশ করেছে। তিনি বলেন, শুরুতে নগদের উদ্ভাবনী ধারণা দেখে আমরা নগদের অগ্রযাত্রায় ইতিবাচক ভূমিকা রেখে আসছি এবং ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে।

পরে ২০২১-২২ অর্থবছরে নগদ সেবা থেকে ডাক অধিদপ্তরের আয়ের অর্থ বাবদ ৪ কোটি ৫০ লাখ ৪৬ হাজার ৬শত ৪৬ টাকার চেক হস্তান্তর করা হয়।

#

শেফায়েত/রাহাত/রফিকুল/জয়নুল/২০২২/১৯১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪৪১১

**কোরিয়া-বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্টিত**

ঢাকা, ১৮ কার্তিক (৩ নভেম্বর) :

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেকের সাথে মন্ত্রণালয়ে তাঁর অফিস কক্ষে আজ কোরিয়ান জাতীয় সংসদের সাংসদ জুং চু সু (Jung Choun Sook) এর দ্বি-পাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব ড. মুঃ আনোয়ার হোসেন হাওলাদারসহ অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে কোরিয়ান সাংসদ জং চু সু করোনা মোকাবিলায় বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের নেয়া নানা উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা খাতের অভিজ্ঞতা কোরিয়ায় কাজে লাগাতে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী কোরিয়ায় বাংলাদেশের বহু মানুষ কর্মরত রয়েছেন এবং কোরিয়া বাংলাদেশের পরীক্ষিত বন্ধুরাষ্ট্র বলে উল্লেখ করেন। তিনি বাংলাদেশের হাসপাতালগুলোকে আধুনিক ও উন্নত মানের করতে কোরিয়া সরকারের সহযোগিতা কামনা করেন। এ সময় মন্ত্রী কোরিয়ায় বাংলাদেশ থেকে নার্স, চিকিৎসকসহ স্বাস্থ্যকর্মী প্রেরণে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

#

মাইদুল/রাহাত/রফিকুল/লিখন/২০২২/১৫৫৯ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৪১০

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১৮ কার্তিক (৩ নভেম্বর):

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী বুধবার সকাল ৮টা থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১৪০ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ৩ দশমিক ১০ শতাংশ। এ সময় ৪ হাজার ৫১১ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে ১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪২৫ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৮১ হাজার ৬৭৩ জন।

#

কবীর/রাহাত/রফিকুল/আব্বাস/২০২২/১৭৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৪০৯

**ডাটা নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার সম্ভাব্য সব পদক্ষেপ গ্রহণে কাজ করছে**

**--- টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৮ কার্তিক (৩ নভেম্বর) :

ডিজিটাল যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ডাটা নিরাপত্তা অপরিহার্য। দেশের ডাটা দেশের ভেতর সংরক্ষণ অপরিহার্য। ডাটা নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার সম্ভাব্য সব পদক্ষেপ গ্রহণে কাজ করছে, বলেছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার।

স্মার্ট ক্লাউড সার্ভিস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাহবুব জামানের নেতৃত্বে ছয় সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রীর সাথে আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে তাঁর দপ্তরে সাক্ষাৎকালে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। সাক্ষাৎকালে তারা ক্লাউড ডাটা সেন্টারের জন্য টাওয়ার শেয়ারিং, ফাইভ-জি সংযোগ, দেশের ডাটা দেশের মধ্যে রাখার প্রয়োজনীয়তা এবং ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের জন্য ক্লাউড সার্ভিসের প্রয়োজনীয়তাসহ এ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করেন।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী দেশের ডাটা দেশের মধ্যে সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার বিষয়টি তুলে ধরে বলেন, ডাটা হচ্ছে আগামী পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সম্পদ। এই সম্পদের সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার কোনো বিকল্প নেই। ক্লাউড ডাটা সেন্টারের জন্য সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ খুবই সময়োপযোগী বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি ডাটা ক্লাউডের মাধ্যমে আইওটি ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসছে উল্লেখ করে বলেন, ক্লাউড ডাটা সার্ভিস মোবাইল ফোনের তথ্য, ফটো বা ভিডিও, ই-মেইল, ডিজিটাল কমার্স, ওয়েব হোস্টিং ইত্যাদি ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তনের সূচনা করবে। তিনি স্মার্ট সার্ভিস লিমিটেডকে ক্লাউড ডাটা সেন্টার প্রতিষ্ঠায় ফাইভ-জি সংযোগ ও টাওয়ার শেয়ারিংসহ সম্ভাব্য সব ধরনের সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস ব্যক্ত করেন। মন্ত্রী এসময় স্মার্ট ক্লাউড সার্ভিস প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি দেশের কৃষি ও মৎস্য খাতে আইওটি প্রযুক্তি সম্প্রসারণে সংশ্লিষ্টদের বিনিয়োগ করার আহ্বান জানান।

প্রতিনিধিদলের অপর সদস্যরা হলেন সাবেক নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল নিজামউদ্দিন আহমেদ, রিয়ার এডমিরাল জুলফিকার আজিজ (অব.), তারেক রফি ভুইয়া এবং মোঃ মইনুল ইসলাম মজুমদার।

#

শেফায়েত/রাহাত/মোশারফ/রফিকুল/জয়নুল/২০২২/১৯৪৫ঘণ্টা তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪৪০৭

**তথ্য ও সম্প্রচার সচিব মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকারের যোগদান**

ঢাকা, ১৮ কার্তিক (৩ নভেম্বর) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে যোগদান করেছেন মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকার। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১ নভেম্বরের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী বৃহস্পতিবার তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেন তিনি। এ দিন মন্ত্রণালয়ে উপস্থিত হলে মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরগুলোর কর্মকর্তাবৃন্দ তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদের সাথে সাক্ষাৎ করে দিনের কার্য সূচনা করেন সচিব।

বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের ১০ম ব্যাচের কর্মকর্তা মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকার ১৯৯১ সালে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে যোগদান করেন। সহকারী কমিশনার, প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, জেলা প্রশাসক, ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার ও বিভাগীয় কমিশনার হিসেবে মাঠ প্রশাসনে এবং প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টার একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ে যুগ্মসচিব ও অতিরিক্ত সচিব এবং নির্বাচন কমিশন সচিবের দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। হুমায়ুন কবীর ২০১৪ সালে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পদক এবং ২০১৬ সালে জনপ্রশাসন পদকে ভূষিত হন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনকারী মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকার দেশে-বিদেশে পেশাগত প্রশিক্ষণ গ্রহণের পাশাপাশি দাপ্তরিক প্রয়োজনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, চীন, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, শ্রীলংকাসহ বিভিন্ন দেশ সফর করেছেন। নোয়াখালী জেলার সন্তান মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকার ব্যক্তিগত জীবনে বিবাহিত এবং এক পুত্র ও এক কন্যা সন্তানের জনক।

#

আকরাম/রাহাত/রফিকুল/লিখন/২০২২/১৫৫৯ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর :৪৪০৬

**ইসলামপুরের কাঁসা শিল্প বাংলাদেশের ঐতিহ্যের অংশ**

**-- ধর্ম প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৮ কার্তিক (৩ নভেম্বর) :

  ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান বলেছেন, ইসলামপুরের কাঁসা শিল্প বাংলাদেশের ঐতিহ্যের অংশ। এই শিল্পের উন্নয়নে সরকারি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ ইসলামপুর উপজেলার উত্তর দরিয়াবাদে (কাঁসারী পাড়া) পল্লী-কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) সহযোগিতায় ও ইকোসোশাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত ‘কাঁসা শিল্প উন্নয়ন প্রকল্প’ এর পক্ষ হতে উদ্যোক্তাদের মাঝে উপকরণ বিতরণ ও কমন সার্ভিস সেন্টারের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রায় অবলুপ্ত এই শিল্পের উন্নয়নে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এর ফলে এই শিল্পের সাথে যুক্ত শিল্পী ও কারিগরদের জীবনমান উন্নত হবে, ব্যবসা সফল হবে এবং ঐতিহ্যবাহী এ শিল্প টিকে থাকবে। এই কাজে এগিয়ে আসায় ইএসডিও এবং পিকেএসএফ কে ধন্যবাদ জানান তিনি।

ফরিদুল হক খান বলেন, কাঁসার তৈজসপত্র উপহার সামগ্রী হিসেবে প্রচলনের বিষয়ে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। এ বিষয়ে আরো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পর্যটন মন্ত্রণালয় ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সরকারি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহকে যুক্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রতিমন্ত্রী এ সময় ঐতিহ্যবাহী কাঁসা শিল্পের পণ্যসামগ্রীকে দেশে-বিদেশে আরো জনপ্রিয় করে তুলতে এর প্রচার প্রসারে গণমাধ্যম কর্মীদের আহ্বান জানান।

ইসলামপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মু. তানভীর হাসান রুমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় আরো বক্তৃতা করেন ইসলামপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এডভোকেট এস এম জামাল আব্দুন নাছের, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ইসলামপুর উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট মোঃ আব্দুস ছালাম প্রমুখ।

#

আনোয়ার/রাহাত/রফিকুল/লিখন/২০২২/১৫৫৯ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৪০৫

**চকচকে চাল বর্জন করে পুষ্টিগুণসম্পন্ন চাল খাওয়ার আহ্বান খাদ্যমন্ত্রীর**

ঢাকা, ১৮ কার্তিক (৩ নভেম্বর) :

জনগণকে চকচকে চাল বর্জন করে পুষ্টিগুণসম্পন্ন চাল খাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার। আজ ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ‘বাংলাদেশে ফোর্টিফাইড চালের বাণিজ্যিক যাত্রা’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন তিনি।

খাদ্যমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ সরকার পুষ্টিনিরাপত্তা নিশ্চিত করার পরিকল্পনা নিয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে শুরু করে আরো যে নীতিগুলো আছে তার সবগুলোতেই পুষ্টি নিশ্চিত করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তিনি বলেন, কৃষি গবেষকেরা উন্নতজাতের জাত উদ্ভাবন করায় দানাদার খাবারসহ মাছ মাংসে বাংলাদেশ এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ। দেশের চাল থেকে আগে প্রয়োজনীয় ভিটামিন পাওয়া যেত। তখন মাছ মাংসে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিলাম না। এখন কেন চালে অনুপুষ্টি মিশাতে হচ্ছে তা ভেবে দেখতে হবে।

মানুষ পুষ্টিহীন চকচকে চাল খেতে পছন্দ করছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, এর ফলে মানুষের মাঝে পুষ্টিহীনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। চকচকে চাল না খেতে সচেতনতা বাড়াতে হবে। চাল চকচকে করতে গিয়ে বছরে প্রায় ১৬ থেকে ১৭ লাখ মেট্রিকটন ঘাটতি হয়। আবার চাল হয়ে যায় পুষ্টিহীন।

মন্ত্রী বলেন, পুষ্টিচাল যাতে সাধারণ মানুষ বাজার থেকে ক্রয় করতে পারে সেজন্য উৎপাদন ও বাজারজাত করার জন্য বেসরকারিভাবে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও চালকল মালিকদের উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন। তাদের উদ্যোগ ও বিনিয়োগ ছাড়া পুষ্টিচাল ভোক্তা পর্যায়ে সহজলভ্য করা সম্ভব হবে না। এসময় তিনি বেসরকারি চাল ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ও চালকল মালিকদের পুষ্টিচাল উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে উদ্যোগী হওয়ার এবং দাম ভোক্তার নাগালের মধ্যে রাখার আহ্বান জানান।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মো: ইসমাইল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে খাদ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য মো. আতিউর রহমান আতিক, খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো: শাখাওয়াত হোসেন ও জাতিসংঘ বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি বাংলাদেশ এর রেসিডেন্ট রিপ্রেজেন্ট্যাটিভ ও কান্ট্রি ডিরেক্টর ডম স্কেলপেলি বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন।

উল্লেখ্য, পুষ্টি চালে যুক্ত করা হয়েছে আয়রন, জিংক, ভিটামিন এ, ভিটামিন বি-১, ফলিক এসিড। সাধারণ ভোক্তা পর্যায়ে এই চাল সহজলভ্য করার জন্য আপাতত ৫টি প্রতিষ্ঠান ঢাকা, খুলনা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম অঞ্চলের বিক্রয় কেন্দ্র ও সুপার শপে সরববরাহের উদ্যোগ নিয়েছে। এরমধ্যে তারা ঢাকা মহানগরের মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেট, কাওরান বাজার, আগোরা ও স্বপ্ন সুপারশপ, চালডাল ও মেট্রিক্স বাজার অনলাইন মার্কেটসমূহে পরীক্ষামূলক বাজারজাত করেছে।

#

কামাল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/মানসুরা/২০২২/১৩৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৪০৪

**জাতীয় সংবিধান দিবস উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৮ কার্তিক (৩ নভেম্বর) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ৪ নভেম্বর ‘জাতীয় সংবিধান দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“আজ ৪ নভেম্বর । জাতীয় সংবিধান দিবস। এ উপলক্ষ্যে আমি দেশের সকল নাগরিককে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আজ বাঙালি জাতির এক ঐতিহাসিক দিন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে দীর্ঘ ২৩ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম ও ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয়ের মাত্র ১১ মাসের মধ্যে এদিনে গৃহীত হয়েছিল বাঙালি জাতির অধিকারের দলিল, বহুল আকাঙ্ক্ষিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।

আওয়ামী লীগ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাচনে একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে। এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের মোট ৩১৩ আসনের পূর্ব-পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টিতে এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে মোট ৩১০ আসনের মধ্যে ২৯৮টিতে আওয়ামী লীগের প্রার্থীগণকে নির্বাচিত করে। কিন্তু তদানীন্তন পাকিস্তানের সামরিক জান্তা আওয়ামী লীগের হাতে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ না করে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণকে সঙ্গে নিয়ে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ জাতির পিতা ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানের জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন- ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ২৫ মার্চ কালরাতে নিরীহ ও নিরস্ত্র বাঙালির ওপর ইতিহাসের নির্মম হত্যাযজ্ঞ শুরু করে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হওয়ার পূর্বে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এই ঘোষণা টেলিগ্রাম, টেলিপ্রিন্টার ও তৎকালীন ইপিআর- এর ওয়ারলেসের মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমেও এই ঘোষণা প্রচারিত হয়। স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালীন ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল Proclamation of Independence, 1971 ঘোষণা করা হয়; যা অন্তর্বর্তীকালীন বাংলাদেশ সরকারের প্রথম সংবিধান হিসেবে বিবেচিত। ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি, তাজউদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী ও এএইচএম কামারুজ্জামানকে মন্ত্রী করে গঠিত বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ গ্রহণ করে। শুরু হয় দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ। ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ শেষে ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পাকিস্তানের বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি দেশে ফিরে আসেন এবং ১১ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে Provisional Constitution of Bangladesh Order, 1972 জারি করেন; যা দ্বিতীয় সংবিধান নামে খ্যাত।

একটি পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ Constituent Assembly of Bangladesh Order, 1972 জারি করা হয়। উক্ত আদেশের অধীন ১৯৭০ সালের পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদের সদস্য এবং প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের নিয়ে গণপরিষদ গঠিত হয়। গণপরিষদকে সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় ।

১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল গণপরিষদের ১ম অধিবেশনে ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। ১২ অক্টোবর গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে খসড়া সংবিধান বিল আকারে গণপরিষদে উত্থাপন করা হয়। ৪ নভেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান গণপরিষদে গৃহীত হয়। গণপরিষদে সংবিধানের ওপর বক্তব্য প্রদানকালে জাতির পিতা বলেন, “জনাব স্পিকার সাহেব, আজই প্রথম সাড়ে সাত কোটি বাঙালি তাদের শাসনতন্ত্র পেতে যাচ্ছে। বাংলার ইতিহাসে বোধ হয় এই প্রথম যে, বাঙালিরা তাদের নিজেদের শাসনতন্ত্র দিচ্ছেন। বোধ হয় না, সত্যিই এটা প্রথম যে, বাংলাদেশের জনগণের প্রতিনিধিরা জনগণের ভোটের মারফতে এসে তাঁদের দেশের জন্য শাসনতন্ত্র দিচ্ছেন”। তিনি আরো বলেন, “এই শাসনতন্ত্রের জন্য কত সংগ্রাম হয়েছে এই দেশে। আজকে, আমার দল যে ওয়াদা করেছিল, তার এক অংশ পালিত হল। এটা জনতার শাসনতন্ত্র। যে কোন ভাল জিনিস না দেখলে, না গ্রহণ করলে, না ব্যবহার করলে হয় না, তার ফল বোঝা যায় না। ভবিষ্যৎ বংশধররা যদি সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং ধর্ম নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, তাহলে আমার জীবন সার্থক হবে, শহিদের রক্তদান সার্থক হবে”।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজীবন লালিত স্বপ্ন ছিল একটি সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার; যেখানে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত হবে। বঙ্গবন্ধুর এই লালিত স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদানের জন্যই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায় ঘোষণা করা হয় যে, রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন একটি শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হবে।

স্বাধীনতার পর গত ৫১ বছরে আমাদের যা কিছু অর্জন তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগের হাত ধরেই অর্জিত হয়েছে। মাত্র সাড়ে ৩ বছরে জাতির পিতা যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠন করেন। বঙ্গবন্ধুর আমলে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৯ শতাংশ অতিক্রম করে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২০০৯ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে সরকার গঠন করে মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। আমরা জাতির পিতার অসমাপ্ত কাজগুলো বাস্তবায়ন করছি। গত পৌনে ১৪ বছরে আমরা দেশের প্রতিটি খাতে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জন করেছি। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে রোল মডেল। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে মর্যাদাশীল উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার চূড়ান্ত সুপারিশ অর্জন করেছে। এটা আমাদের জন্য এক বিশাল অর্জন। আমি আশা করি, আমাদের উন্নয়নের এই গতিধারা অব্যাহত থাকলে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ ২০৪১ সালের মধ্যেই জাতির পিতার ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও উন্নত-সমৃদ্ধ স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশে পরিণত হবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সুদূরপ্রসারী এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্বে গণতন্ত্র ও আইনের শাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সংবিধান প্রণয়ন বাঙালির জাতীয় জীবনে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সংবিধান প্রণয়নের সুবর্ণজয়ন্তীতে ৪ নভেম্বরকে ‘জাতীয় সংবিধান দিবস’ হিসেবে ঘোষণা আওয়ামী লীগ সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে আমাদের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাস ও সংবিধানের চেতনা ধারণের জন্য জাতীয় সংবিধান দিবস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি ‘জাতীয় সংবিধান দিবস’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

    বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/মানসুরা/২০২২/১২৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৪০৩

**সাংঘর্ষিক রাজনীতিকে বিদায় দিতে বিএনপি’র অপরাজনীতি বন্ধ হওয়া প্রয়োজন**

**--- তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৮ কার্তিক (৩ নভেম্বর) :

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড এবং ৩ নভেম্বর জেলহত্যার জন্য জিয়াউর রহমানকে দায়ী করে এবং পরে ক্ষমতায় থাকতে জিয়া ও বেগম জিয়া উভয়েই হত্যা-সংঘর্ষের পথ বেছে নিয়েছে উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, বাংলাদেশ থেকে যদি ‘পলিটিকস অফ কনফ্রন্টেশন’কে চিরদিনের জন্য বিদায় দিতে হয়, বিএনপি’র এই অপরাজনীতি বন্ধ হওয়া দরকার; অন্যথায় দেশে সাংঘর্ষিক রাজনীতি বন্ধ করা সম্ভবপর হবে না।

জেলহত্যা দিবস উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর বনানী কবরস্থানে ১৫ আগস্টে নিহত সকল শহিদ ও ৩ নভেম্বর কারাগারে নির্মমভাবে নিহত জাতীয় নেতাদের সমাধিতে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ, মিলাদ মাহফিল ও মোনাজাতের পর সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।

ড. হাছান মাহমুদ বলেন, তেসরা নভেম্বর ১৯৭৫ সালের এই দিনে ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। আমাদের স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা বঙ্গবন্ধুর সাথে ছায়ার মতো থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন, সেই চারনেতাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে বন্দি অবস্থায় হত্যা করা হয়েছিল। তারা বঙ্গবন্ধুর সাথে বেঈমানী করেন নাই, মরণেও তারা সহযাত্রী হয়েছেন।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘দুঃখজনক হলেও সত্য তখন এই হত্যাকান্ড সংঘঠিত হয়েছিল কার্যত জিয়াউর রহমানের হাতে। কারণ তখন কার্যত জিয়াউর রহমানই ক্ষমতায় ছিলো এবং তিনি প্রধান সেনাপতি ছিলেন। জিয়াউর রহমানের আওতাধীন সেনাবাহিনীর সদস্যরা অর্থাৎ বিপথগামী সেনাসদস্যরা গিয়েই কারাগারে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছিলো। অর্থাৎ জিয়াউর রহমান যে শুধু বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের সাথে যুক্ত তা নয়, ৩ নভেম্বরের হত্যাকাণ্ডের সাথেও জিয়াউর রহমান যুক্ত।’

‘জিয়াউর রহমান বাংলাদেশে হত্যার রাজনীতি শুরু করেছিল’ উল্লেখ করে সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, জিয়াউর রহমান ১৯৭৭ সালে নিরাপরাধ সামরিক অফিসারদেরকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করেছিলো, বিচার ছাড়াই হত্যা করেছিলো। অর্থাৎ বাংলাদেশে চরম মানবাধিকার লঙ্ঘন জিয়াউর রহমানের হাতে সংঘটিত হয়েছিলো। পরবর্তীতে খালেদা জিয়াও জ্বালাও-পোড়াও রাজনীতির মাধ্যমে, ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার মাধ্যমে সেই সাংঘর্ষিক রাজনীতির ধারা অব্যাহত রেখেছিলো।’

#

আকরাম/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/আসমা/২০২২/১৩০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৪০২

**জাতীয় সংবিধান দিবস উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৮ কার্তিক (৩ নভেম্বর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ৪ নভেম্বর ‘জাতীয় সংবিধান দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“আজ ৪ নভেম্বর, জাতীয় সংবিধান দিবস। বাঙালি জাতির ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ও স্মরণীয় দিন। ১৯৭২ সালের এই দিনে গণপরিষদে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হয়। সংবিধান একটি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি এবং জনগণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিতের পাশাপাশি রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগ, আইন সভা ও বিচার বিভাগের কার্যপরিধিসহ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ামক দলিল। সংবিধান প্রণয়নের সুবর্ণজয়ন্তীতে ৪ নভেম্বরকে ‘জাতীয় সংবিধান দিবস' হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।।

জাতীয় সংবিধান দিবস উপলক্ষ্যে আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর নেতৃত্ব ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় স্বাধীনতার পর খুব কম সময়ের মধ্যে জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনা ও তাঁদের মতামতের ভিত্তিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পবিত্র সংবিধান রচিত হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু তাঁর সুদীর্ঘ সংগ্রামের পথপরিক্রমায় সমগ্র জাতিকে বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম”। তিনি ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং তাঁরই নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনায় দীর্ঘ নয় মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা, ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জন এবং ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর পূর্ণাঙ্গ সংবিধান কার্যকরী হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে (ক) স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র (The Proclamation of Independence 1971) ১০ এপ্রিল, ১৯৭১; এবং (খ) বাংলাদেশের অস্থায়ী শাসনতন্ত্র আদেশ, ১৯৭২ (Provisional Constitution of Bangladesh Order, 1972) ১১ জানুয়ারি, ১৯৭২ - এ দুটি অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান ছিল। পরবর্তীতে ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ রাষ্ট্রপতি “বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ, ১৯৭২” জারি করেন। উক্ত আদেশের মাধ্যমে সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে ১৯৭০ সালের পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদের ১৬৭ জন এবং প্রাদেশিক পরিষদের ২৯৮ জন সদস্যকে নিয়ে গণপরিষদ গঠিত হয়। ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল গণপরিষদের ১ম অধিবেশনে ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে ‘খসড়া সংবিধান বিল আকারে উত্থাপন করা হয়। বিলটি উত্থাপনের পর বিলের ওপর গণপরিষদে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৪ ও ১৫ ডিসেম্বর গণপরিষদের সদস্যগণ হাতে লিখিত সংবিধানের মূল কপিতে স্বাক্ষর করেন এবং ১৬ ডিসেম্বর থেকে তা কার্যকর হয়।

বিজয় অর্জনের এক বছরের মধ্যেই বঙ্গবন্ধু দেশকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান উপহার দেন যা পৃথিবীর ইতিহাসে খুবই বিরল। বাংলাদেশের সংবিধান পৃথিবীর সুলিখিত সংবিধানগুলোর মধ্যে অন্যতম। সংবিধানের মূলনীতি অনুসরণের মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ার যে স্বপ্ন জাতির পিতা দেখেছিলেন সে স্বপ্ন বাস্তবায়নে এগিয়ে আসার জন্য আমি সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাই। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় জাতীয় সংবিধানের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে আমি দেশের জনগণের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

জাতীয় সংবিধান দিবস উদযাপন সফল হোক - এ কামনা করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/মানসুরা/২০২২/১০৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৪০১

**স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের পথে যাত্রা এবং ডেল্টা প্ল্যান বাস্তবায়নে** **প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৮ কার্তিক (৩ নভেম্বর) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ৪ নভেম্বর ‘স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের পথে যাত্রা এবং ডেল্টা প্ল্যান বাস্তবায়ন’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপ-কমিটি চতুর্থ শিল্প বিপ্লব নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন করছে জেনে আমি আনন্দিত। এই সম্মেলনের প্রতিপাদ্য ‘স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের পথে যাত্রা এবং ডেল্টা প্ল্যান বাস্তবায়ন’ সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের মহান স্বাধীনতার পর বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে কর্মমুখী শিক্ষা চালুর উদ্যোগসহ দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির শক্তিশালী ভিত রচনায় নানা উদ্যোগ বাস্তবায়ন করেন। বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালে ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়নের (আইটিইউ) সদস্যপদ লাভ করে। জাতির পিতা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণার জন্য ‘বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর) ও বেতবুনিয়ায় স্যাটেলাইটের আর্থ স্টেশন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৯৬ সালে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে আমরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের দেখানো পথেই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করি। ডিজিটাল অর্থনীতির বিকাশে আমরা হাই-টেক পার্ক নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেই। আমরা ‘দিন বদলের সনদ-রূপকল্প-২০২১’ অঙ্গীকার অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই একটি আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে সক্ষম হই। এই সময়ে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব পুরো পৃথিবীর উৎপাদন, বিপণন এবং উন্নয়ন সব ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আনবে। আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারে এর বিরাট ভূমিকা থাকবে। এ সকল বিষয় মাথায় রেখে আমাদের সরকার চতুর্থ শিল্প বিপ্লব নিয়ে একটি সুস্পষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে বাংলাদেশ যেন বিশ্বকে নেতৃত্ব দিতে পারে সেই লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আইসিটি অবকাঠামো, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার পাশাপাশি তারুণ্যের মেধা ও উদ্ভাবনী শক্তিকে কাজে লাগানোর জন্য সারাদেশে ৯২টি হাই-টেক পার্ক, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক ও আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন করা হচ্ছে। ডিজিটাল বাংলাদেশের সফল বাস্তবায়নের পর আমাদের লক্ষ্য ২০৪১ সালের মধ্যে জ্ঞানভিত্তিক সমৃদ্ধিশালী ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ বিনির্মাণ। স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা এমনভাবে প্রণয়ন করা হচ্ছে যাতে তা ‘টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০’ এবং ‘রূপকল্প ২০৪১’-এ উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সহায়ক হয়। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের বাস্তবতাকে বিবেচনায় নিয়ে শিক্ষার্থীদের কর্মমুখী ও উদ্যেক্তা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমাদের সরকার চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি এবং খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি শেখ কামাল আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর স্থাপন করেছে। পর্যায়ক্রমে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে নেতৃত্বদানে সক্ষম করে তোলার জন্য ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করার জন্য মাদারীপুরের শিবচরে ‘শেখ হাসিনা ইনস্টিটিউট অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি’ নামে বিশেষায়িত ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয়েছে। ৬৪ জেলায় স্থাপন করা হচ্ছে শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার। এছাড়াও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আইওটি, রোবোটিক্স, সাইবার সিকিউরিটিসহ উচ্চপ্রযুক্তির ৩৩টি বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। আগামীতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সেন্টার ফর ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভুলিউশন এবং গবেষণা ও উদ্ভাবন কেন্দ্র স্থাপন করা হবে, যেখানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, বিগ ডেটা অ্যানালাইটিক্স, ব্লকচেইন, রোবোটিক্সসহ অত্যাধুনিক প্রযুক্তি বিষয়ে গবেষণা ও উদ্ভাবন হবে।

আমি বিশ্বাস করি, এই সম্মেলনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গবেষক, শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী এবং ছাত্ররা তাঁদের চিন্তা-ভাবনা এবং উদ্ভাবনী বিষয় নিয়ে মতবিনিময়ের সুযোগ পাবে যা আমাদের ২০৪১ সালের মধ্যে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ এবং ‘ডেল্টা প্ল্যান-২১০০’ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পথ দেখাবে।

আমি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপ-কমিটি আয়োজিত দুই দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক এ সম্মেলনের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

    বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

জাহিদ/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/মানসুরা/২০২২/১০৫০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৪০০

**ওয়ানগালা উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৮ কার্তিক (৩ নভেম্বর) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ৪ নভেম্বর ‘ওয়ানগালা’ উদযাপন উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“গারো সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব ‘ওয়ানগালা’ উদযাপন উপলক্ষ্যে আমি এই সম্প্রদায়ের জনগণকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

বাংলাদেশের গারো সম্প্রদায় যুগ যুগ ধরে তাঁদের নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধারণ করে সকলের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করে আসছে। তাঁদের স্বকীয়তা, বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও ঐতিহ্য বাংলাদেশকে সমৃদ্ধ করেছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে গারো সম্প্রদায়ের অনেকেই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে স্বাধীনতা অর্জনে অবদান রেখেছে। আমাদের সংবিধানে সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষের সমানাধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি- ধর্ম যার যার, উৎসব সবার। আওয়ামী লীগ সরকার অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে সমুন্নত রাখতে বদ্ধপরিকর। সকল শ্রেণি-পেশা, সম্প্রদায়ের জনগণের উন্নয়নই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে আমরা সকল সম্প্রদায়ের মানুষের মর্যাদাপূর্ণ ও নিরাপদ জীবনযাপন নিশ্চিত করতে কাজ করে যাচ্ছি।

আসুন, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধ, অসাম্প্রদায়িক এবং শান্তিপূর্ণ দেশ হিসেবে গড়ে তুলি। প্রতিষ্ঠা করি জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ।

আমি ‘ওয়ানগালা’ উৎসবের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

    বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/মানসুরা/২০২২/১০৩০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৪৩৯৯

**বাংলাদেশ ও বাঙালির ইতিহাস জানতে বঙ্গবন্ধুকে জানতে হবে**

**- ধর্ম প্রতিমন্ত্রী**

জামালপুর (ইসলামপুর), ১৮ কার্তিক (৩ নভেম্বর) :

ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান বলেছেন, বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু এক সূত্রে গাঁথা। বাংলাদেশকে জানতে হলে বঙ্গবন্ধুকে ভালোভাবে জানতে হবে। বাংলাদেশ ও বাঙালিকে ভালোভাবে জানতে বঙ্গবন্ধুর লিখিত বইসমূহ এক অমূল্য উৎস এবং এসব বই পাঠে নতুন প্রজন্মকেও বিশেষ ভাবে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী গতকাল জামালপুরে ইসলামপুর উপজেলা শাখার আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠন এর নেতৃবৃন্দের মাঝে বই বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের গত বারো বছরে দেশের যে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে, তা জনগণের নিকট তুলে ধরতে হবে। যারা সরকারের উন্নয়ন, সাফল্যের বিরোধীতা করে তাদের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করতে দলের নেতাকর্মীদের জনগণের দোরগোড়ায় যেতে হবে। তিনি আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার গৃহীত ১০ টি মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রায় শেষ হওয়ার পর্যায়ে রয়েছে। পদ্মা সেতুসহ অনেক গুলো বড় বড় সেতু উদ্বোধন করা হয়েছে। এসব উন্নয়নের ফলে দেশের ব্যাপক উন্নয়ন আজ দৃশ্যমান যার সুফল ইতোমধ্যে জনগণ ভোগ করছে।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নিয়ে আসার জন্য সরকার বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। যা ইতোপূর্বের কোন সরকার করেনি। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে সরকারের উন্নয়ন, সাফল্য যথাযথ ভাবে তুলে ধরতে তিনি নেতা কর্মীদের আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে ইসলামপুর উপজেলা শাখার উদ্যোগে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের সর্বস্তরের নেতৃবৃন্দের মাঝে বঙ্গবন্ধুর লিখিত ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী,’ ‘কারাগারের রোজনামচা,’ এবং এন আই খানের ‘সে আগুন ছড়িয়ে গেলো সবখানেঃ সময় রেখায় বঙ্গবন্ধু’ -বই তিনটি বিতরণ করা হয়।

#

আনোয়ার/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/মানসুরা/২০২২/৯০০০ ঘণ্টা